সংবাদ প্রতিদিন
LC
কলকাতা ◆ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ শনিবার ৫ ফাল্গুন ১৪১২ ◆ ২.৫০ টাকা ◆ আট পাতা ◆ সঙ্গে চারপাতার উপহার ◆ মোট বারো পাতা
www.sangbadpratidin.in Printed simultaneously from Kolkata, Siliguri, Ranchi & Barjora

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে নেই

সহ যোগ

সুন্দরবনের কুলতলির ছ'টি ও পাথরপ্রতিমার দু'টি গ্রামের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ। ইতিমধ্যে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। লিখেছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী

শীতের পড়ন্ত বিকেলে হাল্কা কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে ধানের খেত। ধান কাটার পর বড়ই রুক্ষ হয়ে পড়ে এই খেতগুলি। শীতের শুষ্ক বাতাসে এরাও যেন প্রাণহীন হয়ে পড়ে। এই শুষ্ক ধানখেতের উপরই বাঁধা হয়েছে লাল হলুদ সাটিন কাপড়ের ব্যাকড্রপ দেওয়া কাঠের বিশাল মঞ্চ। মঞ্চের সামনে শতরঞ্চিতে বসা ছোটদের দেখলে মনে হচ্ছে যেন রাশি রাশি ফুল ফুটে আছে ধানখেতের মধ্যে। সবার পরনে খয়েরি ও ক্রিম রঙা স্কুলের পোশাক। চারপাশে রয়েছেন অঞ্চলের বিশিষ্টজনেরা ও অধিবাসীবৃন্দ। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই গ্রাম, বৈকুণ্ঠপুর তার নাম। এই বৈকুণ্ঠপুরেই শিশুদের বৃত্তিপ্রদান অনুষ্ঠান চলছে। উদ্যোক্তা বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ (বিটিএস)। বিটিএস সংস্থার আমন্ত্রণেই গিয়েছিলাম এই অনুষ্ঠানে। সত্যিই অভাবনীয় উদ্যোগ। এনজিও সংস্থা বিটিএস যে অসাধারণ কাজ করে চলেছে সেটা আমরা শহরবাসীরা কল্পনা করতে পারি না। প্রত্যন্ত এই বৈকুণ্ঠপুরে এখনও পৌঁছয়নি বিদ্যুৎ। সোলার আলোতে কাজকর্ম করা হয়। পথঘাটের হালও শোচনীয়। নেই কোনও ভাল হাসপাতাল। গ্রামেরই ছেলে সুশান্ত গিরির উদ্যোগে গঠিত হয় এনজিও সংস্থা বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ। বিগত ২২ বছর ধরে সুন্দরবনের কুলতলি ও পাথরপ্রতিমা ব্লকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সংস্থা। এই অঞ্চলগুলির প্রতিটি শিশুকে শিক্ষিত করার ব্রত নিয়েছে বিটিএস। গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করা, গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থা। আশপাশের মোট ছ'টি গ্রামে এরা কাজ করছে।

উন্নয়নের প্রথম ধাপই হচ্ছে শিক্ষা। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের লড়াই চালাতে হলে শিক্ষার বিকল্প আর কিছু নেই। সেজন্য আশপাশের গ্রামের প্রায় ২২৭ জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পড়াশুনো শিখছে বিটিএস পাঠভবনে। এরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। শহরে কালচারের বাইরে থেকে এরা একদিন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে নিশ্চিত। কুলতলির প্রত্যন্ত ছ'টি গ্রাম ও পাথরপ্রতিমার উপকূলবর্তী দু'টি গ্রামে শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিটিএস। জন্ম থেকেই শিশুরা যাতে সঠিক যত্ন পায় সেজন্য দুটি চাইল্ড কেয়ার সেন্টার খুলেছে বিটিএস। গ্রামের বেশিরভাগ মায়েরাই স্বামীর সঙ্গে মাঠে কাজ করতে যায়। তাদের সন্তানরা বাড়িতে একা থাকে। সঠিক যত্নও পায় না তারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'BIVA' সংস্থা ও নয়াদিল্লির 'CSWB'-র পরিকাঠামো ও আর্থিক সহায়তায় 'বিটিএস' এই দুটি সেন্টারে শিশুদের পরিচর্যা চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের মেয়েরা তাদের শিশুদের এই সেন্টারে দিয়ে কাজে যান। গ্রামে কৃষি প্রকল্প উন্নয়নে এগিয়ে এসেছে সংস্থা। নয়া প্রযুক্তি ও আয়ারল্যান্ড দূতাবাসের আর্থিক সাহায্যে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ASHA FOR EDUCATION সংস্থার সাহায্যে স্থানীয় যুবকদের কম্পিউটার শেখানো হচ্ছে। হল্যান্ডের MIVA ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ICA-এর অনুদানে একটি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল বোটের সাহায্যে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন গ্রামে অসুস্থদের চিকিৎসা করছে। গ্রামের যে মহিলাদের স্বামী বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে আয়ারল্যান্ডের Tiger Women Organisation। বিটিএস-কে একটি অ্যাম্বুলেন্সও দিয়েছে হল্যান্ডের সংস্থা। বৈকুণ্ঠপুরে একটি হাসপাতালও তৈরি হচ্ছে। আশা আগামী এপ্রিল নাগাদ এই হাসপাতালের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে চিকিৎসকরা যাবেন এই হাসপাতালে। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লির আয়ারল্যান্ড অ্যামব্যাসির আর্থিক অনুদানে হাসপাতালের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। কুলতলিতে এই হাসপাতাল তৈরি হলে সুন্দরবনের মানুষ খুবই উপকৃত হবেন। গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের জন্য বিটিএস 'জীবন সঞ্চয় প্রকল্প' চালু করেছে।

আবার ফিরে আসি সেই শীত বিকেলের কথায়। অভিনব এক অনুষ্ঠান, যেখানে বৃত্তি প্রদান করা হল ছাত্রছাত্রীদের। সুন্দর সাংস্কৃতিক এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া গেল গ্রামের ছেলেমেয়েদের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক শিল্পবোধের সঙ্গে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচ গানের মাধ্যমে স্বাগত জানাল অতিথিদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার সর্দার, এসআই অফ স্কুল কুলতলি সাউথ সার্কেল-এর প্রবীর পাত্র, অম্বিকা নগর হরিপ্রিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ পাইক-সহ প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর বিটিএস-এর পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। আপনারাও যদি এই সংস্থাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তবে আরও সুষ্ঠুভাবে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নের কাজকর্ম দ্রুত সমাপ্ত হবে। যোগাযোগ : বৈকুণ্ঠপুর তরুণ সঙ্ঘ, পোঃ- বৈকুণ্ঠপুর, পি. এস ও ব্লক- কুলতলি (দঃ সুন্দরবন), পঃ বঃ, ফোন- ৯১-০৩৩-২৪২৭-৭৮৬০